হাজ্জ্ব করার পদ্ধতি

তিন পদ্ধতিতে হাজ্জ্ব সম্পাদন করা যায়ঃ

১. তামাত্তু হাজ্জ্ব

উমরাহ হজ্জ

২. কিরান হাজ্জ্ব

৩. ইফরাদ হাজ্জ্ব

উমরাহ্ পালন পদ্ধতি

উমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিদর্শন বা সাক্ষাত

ইসলামী পরিভাষায় বছরের যেকোন সময়ে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত কিছু কার্যসহ বায়তুল্লাহ পরিদর্শনের জন্য গমন করা, উমরাহ।

উমরাহ'র ফরজ ২টিঃ

১. ইহরাম করা (মীক্বাত হতে)।

২. ক্বাবা তাওয়াফ করা।
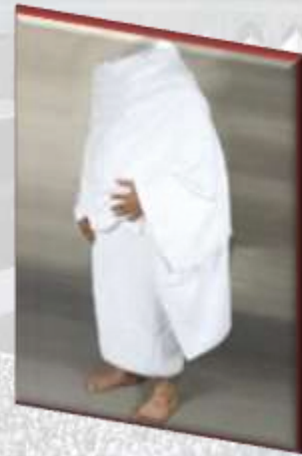
উমরাহ'র ওয়াজিব ২টিঃ

১. সাফা ও মারওয়া'র মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা।

২. হলক/কছর - মাথা মুন্ডন করা বা চুল কাটা।

Step by Step Umrah
GENERAL BODY CLEANING (GHUSL)
PROCLAIM THE NIYA (intention) FOR UMRAH
PUT ON IHRAM AT/BEFORE MIQAT
PRAY TWO RAK'AT NAFL
RECITE TALBIYA FREQUENTLY
GO TO MASJID AL-HARAM
MAKE TAWAF AROUND KA'BAH 7 CIRCUITS (Counterclockwise)
PRAY TWO RAK'AT NEAR MAQAM-I-IBRAHIM
DRINK ZAMZAM WATER
SA'IY (SEVEN RUNS BETWEEN SAFA & MARWA)
HAIR CUT SHAVE / CLIP
REMOVE IHRAM
CONGRADULATION - UMRAH IS COMPLETED PUT ON USUAL CLOTHES

ইহরাম

ইহরাম

ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ

হারাম করা বা নিষিদ্ধ করা

(হাজ্জ্ব ও উমরাহ’র সময় নির্দিষ্ট কিছু বিষয়)।

ইসলামের পরিভাষায়

নির্ধারিত নিয়মে নিয়ত ও তালবিয়া সহকারে

কিছু কিছু হালাল বিষয়কে নিষিদ্ধ করে

নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান করে

হজ্জ ও উমরাহতে প্রবেশ করা।

ইহরাম

ইহরামের ফরজ/ওয়াজিবঃ

- ✧ মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা।
- ✧ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা।

মীক্বাত

মিকাতের শিক্ষা:

- মিকাত অতিক্রমের মাধ্যমে হাজি জীবন ও জগতের নতুন এক সীমানায় প্রবেশ করে।
- হাজির বিশ্বাস কর্ম ও চারিত্রিক বিষয়াদি এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

ইহরাম এবং মীক্বাত

- প্রত্যেক দেশের ও অঞ্চলের লোকের জন্য **নির্দিষ্ট জায়গা বা স্থানে** এসে হজ্জ বা উমরাহ করার জন্য **নিয়ত ও তালবিয়া** বলা, ঐ জায়গাগুলো **মীক্বাত**। মীক্বাত ৫টি।

- প্রত্যেক হজ্জ বা উমরাহ পালনকারী যখন আপন **মীক্বাতে এসে** পৌঁছবেন বা তার বরাবর হবেন তখন **ইহরাম করবেন**।

- হজ্জ ও উমরাহ পালনকারী ব্যক্তি **ইহরামবিহীন অবস্থায়** মীক্বাত ছেড়ে আসে তাকে **মীক্বাতে ফেরত গিয়ে** ইহরাম করতে হবে।

ইহরাম প্রস্তুতি (পুরুষ)

- ইহরাম করার পূর্বে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা (যেমন- গোঁফ, চুল, হাত এবং পায়ের নখ কাটা, নাভিমূল, বগলের লোম পরিষ্কার করা)।
- ইহরাম এর সময় পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যই গোসল করা সুন্নাত।
- গোসলের পর সুগন্ধি ব্যবহার করে সেলাই বিশিষ্ট কাপড় হতে মুক্ত হয়ে সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করা। সাদা রঙ এর কাপড় উত্তম।
- একটি চাদর দিয়ে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। আর একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতে হবে যেন দুই কাঁধ ও পিঠ ঢাকা থাকে।
- ওজু/গোসল করার পর ২ রাকাত নফল নামাজ পড়া।

এই পর্যন্ত আপনার ইহরাম এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

ইহরাম প্রস্তুতি (মহিলা)

- ইহরাম করার পূর্বে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।
- ইহরাম এর সময় পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যই গোসল করা সুন্নাত।
- হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় ইহরাম করতে হবে। সলাত আদায়, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা ও তাওয়াফ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- যে কোন ধরণের পবিত্র এবং যথোপযুক্ত পোষাকে ইহরাম করতে হবে। কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ও মুখমন্ডল অনাবৃত রাখতে হবে।
- ওজু/গোসল করার পর ২ রাকাত নফল নামাজ পড়া।

এই পর্যন্ত আপনার ইহরাম এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

ইহরামের শিক্ষা

- ইহরাম হাজিকে আল্লাহ'র বিধি-নিষেধের মধ্যে চলার অভ্যাস সৃষ্টি করে।
- ইহরাম হাজিকে মহান স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের ব্যাপারে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম করে ফেলে।
- ইহরাম হাজিকে মানুষ ও জগতের সবকিছুর জন্যে নিরাপত্তার উৎস বানিয়ে দেয়।
- ইহরাম হাজিকে অহংকার থেকে রক্ষা করে।
- ইহরাম হাজিকে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হতে সাহায্য করে।
- ইহরাম হাজিকে বিলাসি জীবনের আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করে অতি সাধারণ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।
- ইহরাম হাজিকে সংকট মোকাবিলায় যোগ্য করে।
- ইহরাম হাজিকে কষ্ট সহিষ্ণু হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়।
- ইহরাম হাজিকে ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-হুল্লোড় সহ যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও আচার-আচরণ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।
- ইহরাম হাজিকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে।
- ইহরাম হাজিকে অল্পে তুষ্ট থাকার এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুগত চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়।
- ইহরাম হাজিকে পোশাকসহ যে কোন বিষয়ে রং ঢং আকার আকৃতির বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করে।
- ইহরাম হাজির মধ্যে আল্লাহর ডাকে সকল পার্থিব সম্পর্ক ও সম্পদ পরিত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তোলে।

উমরাহ’র নিয়ত

তামাত্তু হজ্জ পালনকারী প্রথমে উমরাহ’র জন্য নিয়ত করবেন:

‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরা’

(হে আল্লাহ! আমি হাজির উমরাহ করার জন্য)

এবার তালবিয়া পড়ুন

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা, লা-শারীকা-লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'অমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাকা।"

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। আপনার কোন শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামতসমূহ আপনারই এবং সমগ্র সাম্রাজ্যও আপনারই, আপনার কোন শরিক নেই।

তালবিয়া

"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা-শারী-কা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারী-কা লাক"

لَبَّيْكَ	لَكَ	شَرِيْكَ	لاَ	لَبَّيْكَ	لَبَّيْكُ	اللّٰهُمَّ	لَبَّيْكَ
আমি হাজির	আপনার জন্য	কোন শরিক	নেই	আমি হাজির	আমি হাজির	হে আল্লাহ	আমি হাজির
لَكَ	شَرِيْكَ	لاَ	وَالْمُلْكَ	لَكَ	وَالنِّعْمَةَ	الْحَمْدَ	اِنَّ
আপনার জন্য	কোন শরিক	নেই	এবং সমগ্র সাম্রাজ্য	আপনার জন্য	ও নিয়ামত	সমস্ত প্রশংসা	নিশ্চয়

আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির,
আমি হাজির, আপনার কোন শরীক নেই- আমি হাজির,
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই, সমগ্র রাজত্বও আপনারই,
আপনার কোন শরীক নেই।

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

আপনি কি আল্লাহ্ হতে উত্তর শুনতে প্রস্তুত ?

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

আপনি কি সত্বিই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেন?

إِنَّ الْحَمْدَ

২. আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۲﴾

৫. আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۵﴾

وَالنِّعْمَةَ

১৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾

لَكَ وَالْمُلْكَ

১. বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿۱﴾

২. তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾

لَا شَرِيْكَ لَكَ

22:31) ... ... যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

তালবিয়ার শিক্ষা

- তালবিয়া হাজিকে অপপ্রচার, আত্মপ্রচার ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করে।
- তালবিয়া হাজিকে জড়তা, ভয়ভীতি, শংকা পরিহার করে সাহসী ও উদ্যমী বানিয়ে দেয়।
- তালবিয়ার মাধ্যমে হাজি মনে প্রাণে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই সকল প্রশংসার অধিকারী বানিয়ে ফেলে।
- তালবিয়ার মাধ্যমে হাজি মনে প্রাণে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই সকল নিয়ামতের উৎস মনে করে।
- তালবিয়ার মাধ্যমে হাজি মনে প্রাণে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই সকল রাজত্ব ও শক্তি-ক্ষমতার মালিক হিসেবে বিশ্বাস করে।
- তালবিয়ার মাধ্যমে হাজি প্রশংসা শুকরিয়া ও শক্তি-ক্ষমতার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না মানার ঘোষণা দেয়।
- তালবিয়া হাজিকে সুশিক্ষিত, সত্যিকার স্বাধীন ও সম্মানী বানিয়ে দেয়।

পুরুষরা উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বেন।

মহিলারা নিম্নস্বরে তালবিয়া পড়বেন,

যেন আপনার কান শুনতে পায় অথবা আপনার পাশে বসা মহিলা শুনতে পায়।
তালবিয়া শেষে দরুদ এবং দু'আ করুন।

চলাচলের সময়, উঁচুস্থানে উঠতে, নীচুতে নামার সময় তালবিয়া পাঠ করা সুন্নাত।
ক্বাবার দর্শনলাভ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবেন।

রসূল সাঃ বলেছেন,

'তালবিয়া পাঠকারীর তালবিয়া পাঠের অনুসরণে তার ডানের ও বামের পাথর,
পাহাড় এবং ভূমি/জমি পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকে'।

(তিরমিজী, ইবনে খুযাইমা, বায়হাকী)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়-১

১. সেলাই বিশিষ্ট কাপড় পুরুষদের পরিধান করা।

২. মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকা পুরুষদের জন্য।

৩. মহিলাদের জন্য মুখমন্ডল আবৃত করা, হাত মোজা পরিধান করা।

৪. যে কোন ধরণের সুগন্ধী ব্যবহার করা-

(আতর, গন্ধযুক্ত তেল-সাবান-টিস্যু ইত্যাদি)।

৫. নখ, চুল, দাঁড়ি, গোঁফ, পশম কাটা কিংবা উপড়ানো।

৬. যে কোন ধরণের পোকা-মাকড় অথবা শরীর হতে উকুন মারা।

নিষিদ্ধ বিষয়-২
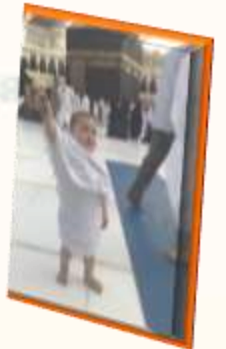
ইহরাম অবস্থায়

৭. পুরুষদের পায়ের পাতার উপরের মাঝখানের উঁচু হাড় এবং গোড়ালি আবৃত করা।

(ইহরাম কালীন দই ফিতার সেন্ডেল ব্যবহার করা উত্তম)।

৮. স্থলজ পশু শিকার করা, শিকারে সহযোগিতা করা বা শিকারকে হাকানো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, "হে মু'মিনগণ তোমরা শিকার হত্যা করোনা ইহরাম অবস্থায়"।(সুরা মায়িদা ৫ঃ ৯৫)

"তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপকারার্থে, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো"। (সুরা মায়িদা ৫ঃ ৯৬)

নিষিদ্ধ বিষয়-৩

ইহরাম অবস্থায়

৯. অশ্লীলতা, স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক এবং আলোচনা।

১০. অসৎ কাজ, অন্যায় আচরণ এবং ঝগড়া- কলহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন, 'হজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তবে সে হজ্জের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস, অন্যায়-আচরণ, কলহ-বিবাদ করতে পারবে না' (সূরা বাকারা ২ঃ ১৯৭)

১২. গাছের পাতা ছেঁড়া অথবা ডাল-পালা ভাংগা, গাছ কাটা কিংবা ঘাস কাটা।

হারাম এলাকার ভিতর গাছের পাতা ছেঁড়া অথবা ডাল-পালা ভাংগা, গাছ কাটা কিংবা ঘাস কাটা।

১৩. হারাম এলাকায় কোন পরিত্যক্ত বস্তু কুড়ানো।
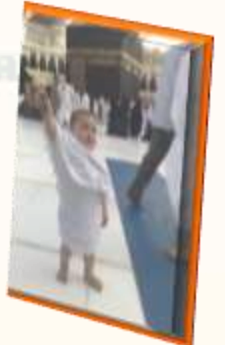
ইহরামের আগে ও পরে লক্ষ্যনীয়

১. ইহরাম না বেধে মিকাত অতিক্রম নবী এর সুন্নাহ পরিপন্থী। এমন কি হায়েয বা নিফাস অবস্থায়ও ইহরাম বাধতে হবে।

২.পোশাকটি সৌন্দর্য প্রদর্শনে সহায়ক কিংবা অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারবে না।

৩. ইহরামের পোশাক খোলা এবং যখন ইচ্ছা পরিবর্তন করার অনুমতি রয়েছে।

৪. অনেক মহিলা তার চেহারা ও নেকাবের মধ্যস্থানে কাঠ বা এ জাতীয় কিছু রাখেন। যাতে নেকাব তার চেহারা স্পর্শ না করে। এ এক ভিত্তিহীন লৌকিকতা।

৫. নিফাস ও হায়েযবতী মহিলারা অন্যসব হাজ্ব ও উমরাকারীর ন্যায় সবই করবেন, কেবল পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবেন না।

৬. ইহরামের সময় দুই রাকা‘আত সালাত পড়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

৭. অনেকে শিশু-কিশোরদের ইহরামের পর তাদেরকে ক্লান্ত দেখে হাজ্ব ভেঙ্গে দেয়। এটিও ভুল। বরং শিশুর অভিভাবকের উচিত, তাকে হজের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। যেগুলো সে আদায় করতে পারবে না, অভিভাবক তার পক্ষে সেগুলো আদায় করবেন।

৮. ***সমবেত কণ্ঠে (মিছিলের মত) তালবিয়া পড়া শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়।*** অনর্থক কথা বা কাজ এবং যা পরে করলেও চলে এমন কাজে লিপ্ত হয়ে তালবিয়া পড়া থেকে বিরত থাকবেন না।এর চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার হলো, গীবত, চোগলখোরি কিংবা গান বা অনর্থক কোন কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।

ঘুমান অথবা ইবাদাত করুন। ত্রিতীয় কোন কাজ করবেন না ।

হাজ্জ্ব-উমরাহ সফর আরম্ভ (দ'আ)

(১). পরিবারের সদস্য, আত্বীয়-স্বজন, প্রতিবেশী থেকে বিদায় নেয়ার সময় দ'আ করবেনঃ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

(তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রেখে যাচ্ছি, যার আমানত নষ্ট হবার নয়)

(আহমদ-২/৪০৩, ইবনে মাজা-২/৯৪৩)

(২). প্রতি উত্তরে পরিবারের সদস্য, আত্বীয়-স্বজন, প্রতিবেশীও দ'আ করবেনঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ .

(আমরাও তোমাকে, তোমার দ্বীনকে, তোমার আমানতকে, তোমার সমাপ্তকর আমল সমূহকে আল্লাহর যিম্মায় দিয়ে দিলাম। আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় প্রদান করুন এবং তোমার অপরাধ মার্জনা করুন আর তুমি যেখানেই থাকো তোমার কল্যান লাভ সহজ করুন)।

(আহমদ-২/৭, তিরমিজি-৫/৪৯৯, ৩/১৫৫)

হাজ্জ্ব-উমরাহ সফর (দ্'আ)

(৩). বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দ্'আ পড়ুনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

(ابوداؤد ترمذی)

'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি, লা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

(আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কারোরই কোন ভরসা ও শক্তি নাই)।

(আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিজি-৫/৪৯০)

হজ্জ সফর (দ'আ)

(৪ক). বাহনে আরোহণ করে স্থির হয়ে বসুন এবং 'বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, বলে নিম্নের দ'আ পড়ুন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ،

আল্লাহু আকবর,আল্লাহু আকবর। সুবহানাল্লাজি সাখখারা লানা হাযা, ওয়ামাকুন্না লাহু মুকরিনিন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবুন।

(আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সামর্থ্য ছিলাম না, অতপরঃ আমরা স্বীয় প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তনকারী)।

(৪খ). এবার আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর তিন বার পড়ে নিম্নের দ'আ পড়ুনঃ

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ،

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসি, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুজ যুনুবা ইল্লা আনত'

(হে অল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি আমার আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া কেহই ক্ষমা করতে পারেনা)।

(আবু দাউদ-৩/৩৪, তিরমিজি-৫/৫০১)

হজ্জ সফর (দ’আ)

(৫). আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দ’আ পড়ুনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ
اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আ’উযুবিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা, আও আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আযলিমা আও উযলামা, আও আজহালা আও ইউজহালা ‘আলাইয়া’

(হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করছি,

- অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে,
- আমি অন্যকে পদস্খলন করতে বা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে,
- আমি অন্যকে অত্যাচার করতে বা অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হতে এবং
- আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা অন্যের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে)।

(তিরমিজি-৩/১৫২, ইবনে মাজা-২/৩৩৬)

হজ্জ সফর (দ'আ)

(৬). এবার নিম্নের দ'আ পড়ুনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى ، وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا
هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ،

(হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে আপনার কল্যাণ ও তাকওয়া কামনা করছি, আর আপনার সন্তুষ্টিমূলক আমল প্রর্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের সফর সহজ করে দিন, আমাদের থেকে এর দূরত খাটো করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সফরের ক্লান্তি, বিকত দৃশ্য এবং আমার সম্পদ, পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অমঙ্গলজনক কিছু দেখা থেকে পানাহ চাচ্ছি)। (মুসলিম-২/৯৯৮)

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প অথবা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

ঘুমান অথবা ইবাদত করুন

সকল প্রকার অব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি নিন (পরিবহন, খাবার, বাসস্থান, সময়)

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস

বিমানের ভিতর

হাতব্যাগটি রেখে স্থির হয়ে বসার পর যানবাহনের দ’আ পড়তে ভুলবেন না

ইহরাম করলে, বেশী বেশী তালবিয়া পড়তে থাকবেন।

bdnews24.com
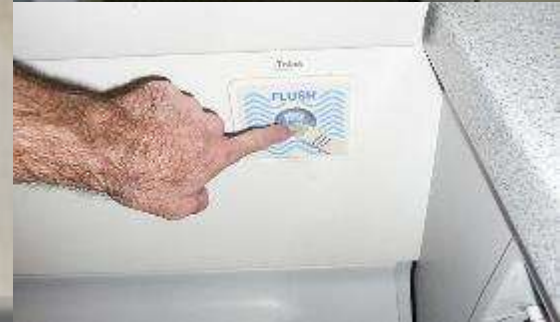
বিমানের ভিতর নামাজ

যোহরের পর বিমানে উঠতে হলে এয়ারপোর্টের মাসজিদে জমা করে কসর নামাজ আদায় করে নিতে পারবেন।

একান্তই বিমানে নামাজ পড়তে হলে এবং অজু করতে খুব সমস্যা থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি সফরের পূর্বেই শিখবেন।

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে
অবতরণ

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল-১

ইন শা-আল্লাহ, ইহরাম অবস্থায় জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে পৌঁছাবেন।

ইমিগ্রেশনে ধৈর্য সহকারে লাইনে দাঁড়াতে হবে।

ইমিগ্রশন শেষে আপনার ব্যাগ সনাক্ত করে কাস্টমস পার হতে হবে।

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল-২

ব্যাগে পরিচিত ট্যাগ লাগালে, ব্যাগ খুঁজতে সহজ হবে।

কাস্টমস শেষে আপনার কেবিন ব্যাগ ছাড়া বড় লাগেজ ট্রলিতে দিয়ে দিবেন।

(পাশের ছবির মত)

হজ্জ কর্মকর্তারা আপনার পাসপোর্টে হজ্জ সফরকালীন সময়ের জন্য কিছু কূপণ লাগাবেন।

তারপর আপনি বাংলাদেশ প্লাজায় যাবেন।

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল-৩

ট্রলিতে চড়ে বড় লাগেজ চলে আসবে বাংলাদেশ প্লাজায়

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালঃ বাংলাদেশ প্লাজা

আপনি এখন বাংলাদেশ প্লাজায়। সেখানে পর্যাপ্ত টয়লেট, বাথরুম এবং অজুখানা ও নামাজের জায়গা আছে। জামাতে কছর করে নামাজ আদায় করবেন।

৩ থেকে ১৩ ঘন্টাও লেগে যেতে পারে বা তার চেয়েও বেশী, মক্কায় রওনা দেয়া পযন্ত।

সব মিলিয়ে ২৪ ঘন্টার মত লাগতে পারে।

আপনি ইহরাম অবস্থায় আছেন, তালবিয়া আপনার অন্যতম মুখের ভাষা।

দলের সাথীদের সাথে পরিচিত হবেন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

সর্বদা হাসিমুখে কথা বলবেন, আচরণে বিনয়ী হবেন।

আপনার আমীরের আনুগত্য করবেন।

মক্কায় যাওয়ার বাসের জন্য ধৈর্য সহকারে লাইনে দাঁড়াতে হবে।

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল

জেদ্দা-মক্কা-মিনা-আরাফাত-মুযদালিফার দূরত

জেদ্দা থেকে মক্কা	৭২ কি.মি.
জেদ্দা থেকে মদিনা	৪২৪ কি.মি.
মক্কা থেকে মদিনা	৪৪৭ কি.মি.
মক্কা (হারাম) থেকে মিনা	৮ কি.মি.
মক্কা থেকে আরাফাত	২২ কি.মি.
আরাফাত থেকে মুযদালিফা	৯-১০ কি.মি.
মুযদালিফা থেকে মিনা (জামারা)	৫-৬ কি.মি.

মক্কার হারাম এলাকার ম্যাপ

জেদ্দা হতে মক্কা
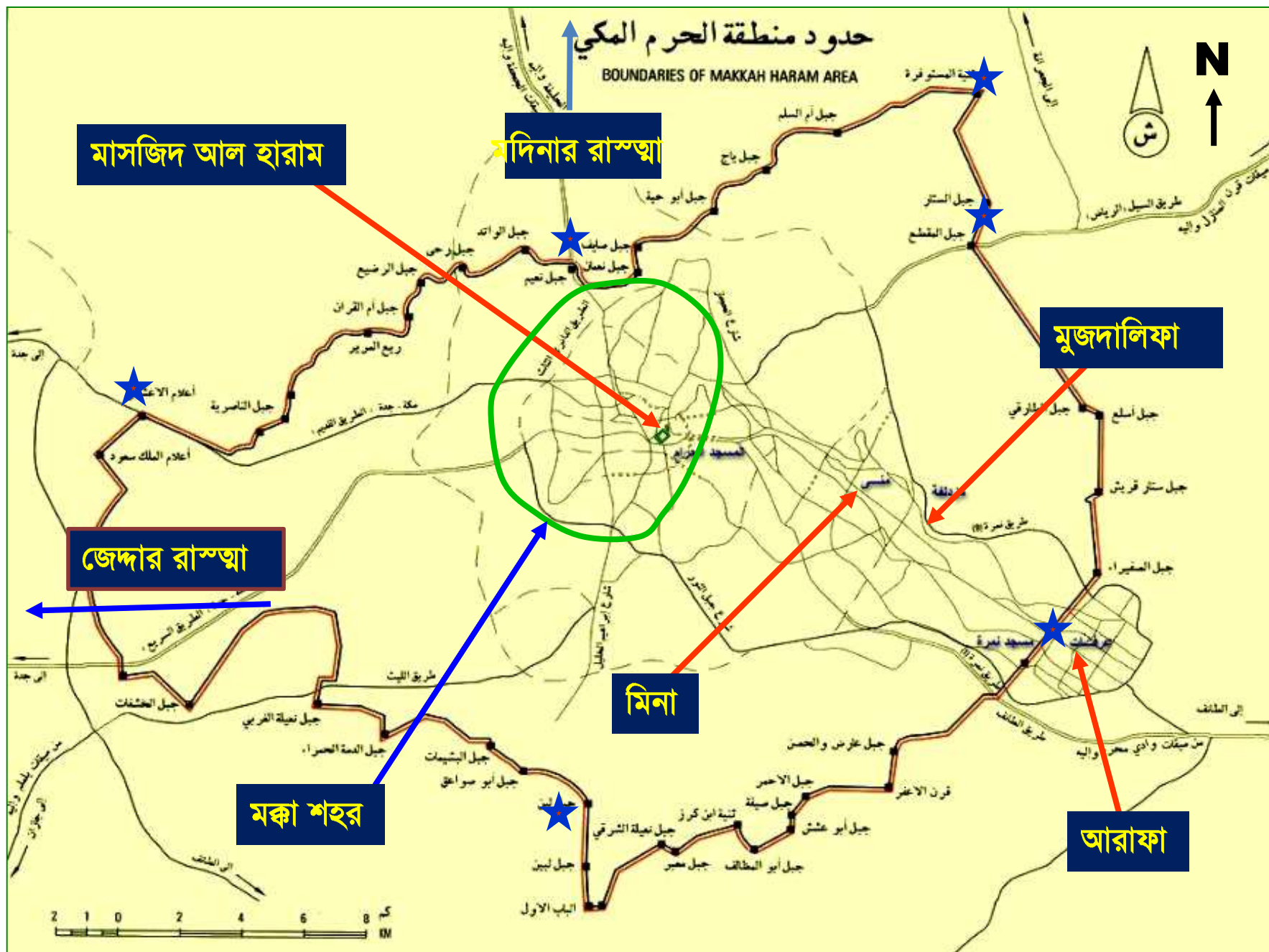
মক্কার হারাম এলাকা

মক্কার হারাম এলাকার বৈশিষ্ট্যঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যে এই হারাম সীমানায় পাপ কাজের মাধ্যমে যুলুমের ইচ্ছা পোষণ করে, আমি তাকে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাইব"। (সূরা হজ্জঃ ২৫)

"যে হারামের ভিতরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৯৭)

রসূল সাঃ বলেছেনঃ 'আল্লাহর শপথ হে মক্কা তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর উত্তম ভূখন্ড এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় জমিন, যদি আমাকে বহিষ্কার করা না হতো, আমি তোমার থেকে বের হতাম না'।

(আহমদ ও তিরমিযী)

মক্কার হারাম এলাকা

المهمات الرسمية فقط
للمسلمين فقط
Muslims Only
مكة المكرمة
Makkah
غير المسلمين
FOR NON MUSLIMS
Taif الطائف
Al Lith الليث
Jizan جيزان
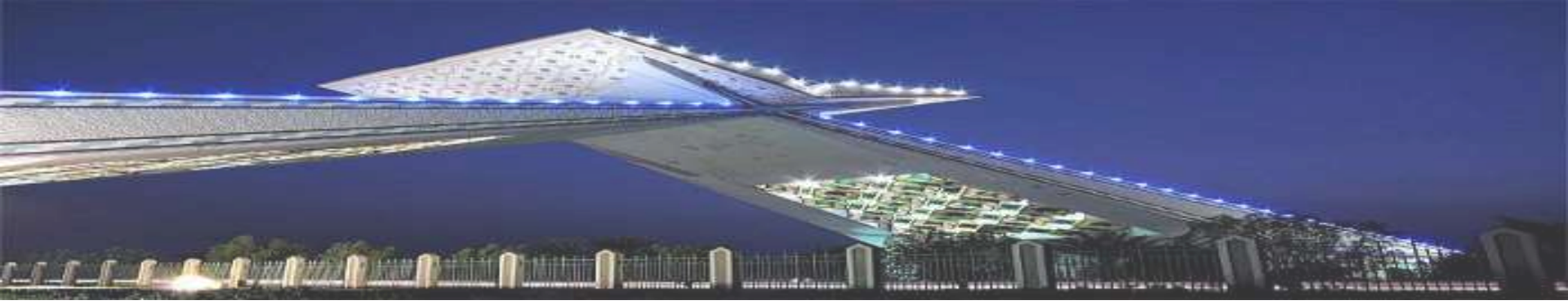
মক্কার হারাম এলাকার পুরাতন বাউন্ডারী চিহ্ন
بداية حد الحرم
BEGINNING OF HARAM BOUNDARY

মক্কার হারাম এলাকার নূতন বাউন্ডারী চিহ্ন
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين

মক্কার তাপমাত্রা

Makkah Climate

Because of its relatively low-lying location, Makkah sees seasonal flash floods despite the low amount of annual precipitation. There are less than 130 mm (5 inches) of rainfall during the year, mainly in the winter months. Temperatures are high throughout the year and in summer may reach 45 °C (113 °F).

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Avg. Temperature (C)	23	24	26	30	34	35	35	35	35	31	28	25
Avg. Max Temperature	30	31	33	38	42	43	42	42	42	39	35	31
Avg. Min Temperature	18	18	20	23	27	28	28	29	28	25	22	20
Avg. Rain Days	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Avg. Temperature (F)	75	76	80	87	94	96	96	96	95	89	83	78
Avg. Max Temperature	87	89	93	101	108	110	109	108	109	103	95	89
Avg. Min Temperature	66	66	68	75	82	83	84	85	84	78	73	68
Avg. Rain Days	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

মদিনার তাপমাত্রা

Madinah Climate

In general, Madinah's climate is continental; hot and dry in summer and cold to moderate in winter. Temperatures reach between 40-47 °C in summer and sometimes fall below zero °C in winter. Relative humidity is about 35% throughout the year. Rain is rare and often falls between November and May. Wind movement is relatively calm in winter, while a Northerly, dusty wind is probable in summer.

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Avg. Temperature (C)	18	20	22	28	32	36	36	37	35	30	23	20
Avg. Max Temperature	24	26	29	35	39	42	42	43	42	37	30	26
Avg. Min Temperature	11	13	16	21	25	27	28	30	27	22	17	13
Avg. Rain Days	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Avg. Temperature (F)	65	68	73	84	91	97	97	99	96	86	75	68
Avg. Max Temperature	76	80	85	96	103	109	108	111	108	99	86	79
Avg. Min Temperature	53	56	61	70	78	82	83	86	82	73	63	57
Avg. Rain Days	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

মুয়াল্লিম অফিস (জেদ্দা হতে মক্কা)

মুয়াল্লিম অফিস হতে
বাস চলে আসবে মক্কার হোটেলে

মক্কার হোটেল

বাস হতে নেমে নিজ দায়িতে
ব্যাগ সংগ্রহ করুন

হজ্জ সফর অত্যন্ত কষ্ট, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার।

তাই রাগান্বিত হওয়া, বিরক্ত হওয়া এবং অভিযোগ দেয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখুন।

আপনার হজ্জ গাইডের দেয়া সময় অনুযায়ী উমরাহ পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

মসজিদুল হারাম

Lost & Found
সাফা
ইয়েমেনী কর্নার
আবদুল আজিজ গেট (# ১)
উমরা গেট (# ৬২)
কিং ফাহাদ গেট (# ৭৯)

Makkah Hotels
& Expansion Projects
Abraj Al-Bait
Al-Marwa Rayhaan
Movenpick
Fairmont
Zamzam
...
Hilton
Shohadaa
Tawheed
Ajyad
Elaf Ajyad
Le meridien
King Abdul Aziz Rd
Bab Al Umrah
Khalid Ibn Al Walid
© 2011 Google
Google

মসজিদুল হারাম চত্বর
ওজুখানা

ওজুখানা

বায়তুল্লাহ

আব্রাজ আল বাইত
আব্রাজ মং া (হিলটন)
ইয়ামেনী কর্ণার
কাবার দরজা
শামী কর্ণার
হজরে আসওয়াদ কর্ণার
কিং ফাহাদ গেট (# ৭৯)
এই দিকে সাফা
ইরাকী কর্ণার
হিজর আল কাবা (হাতিম)
জমজম পানি (এই দিকে)
মাকামে ইব্রাহীম

হাজরে আসওয়াদ

মাকাম-ই-ইব্রাহীম
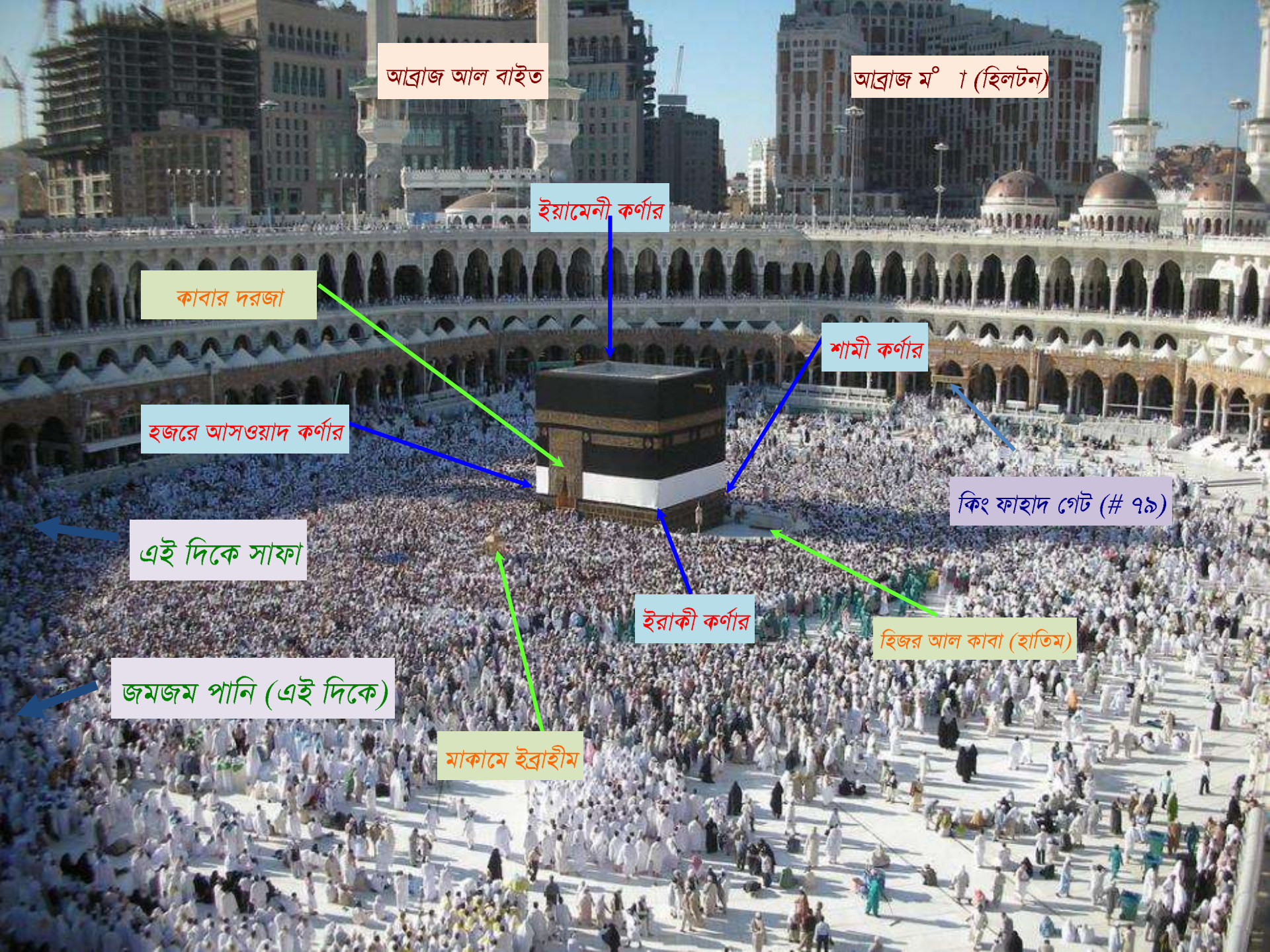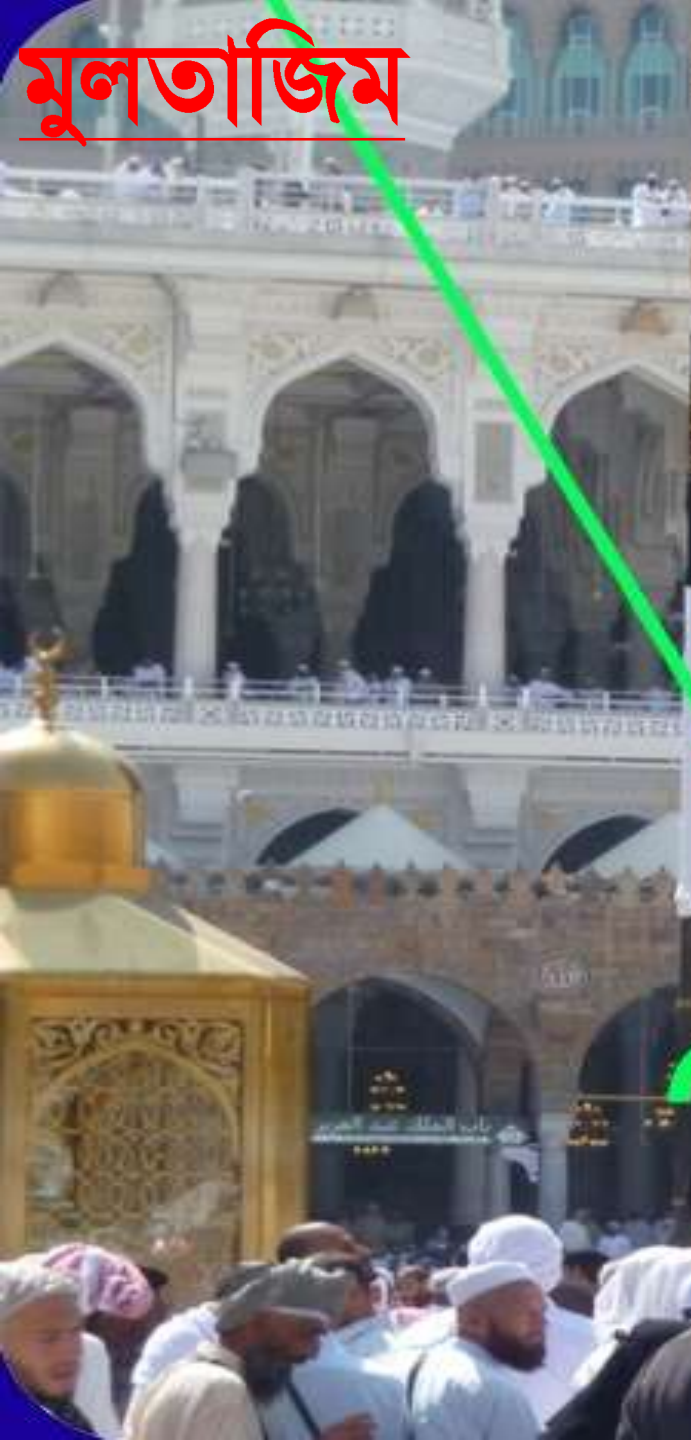
মুলতাজিম
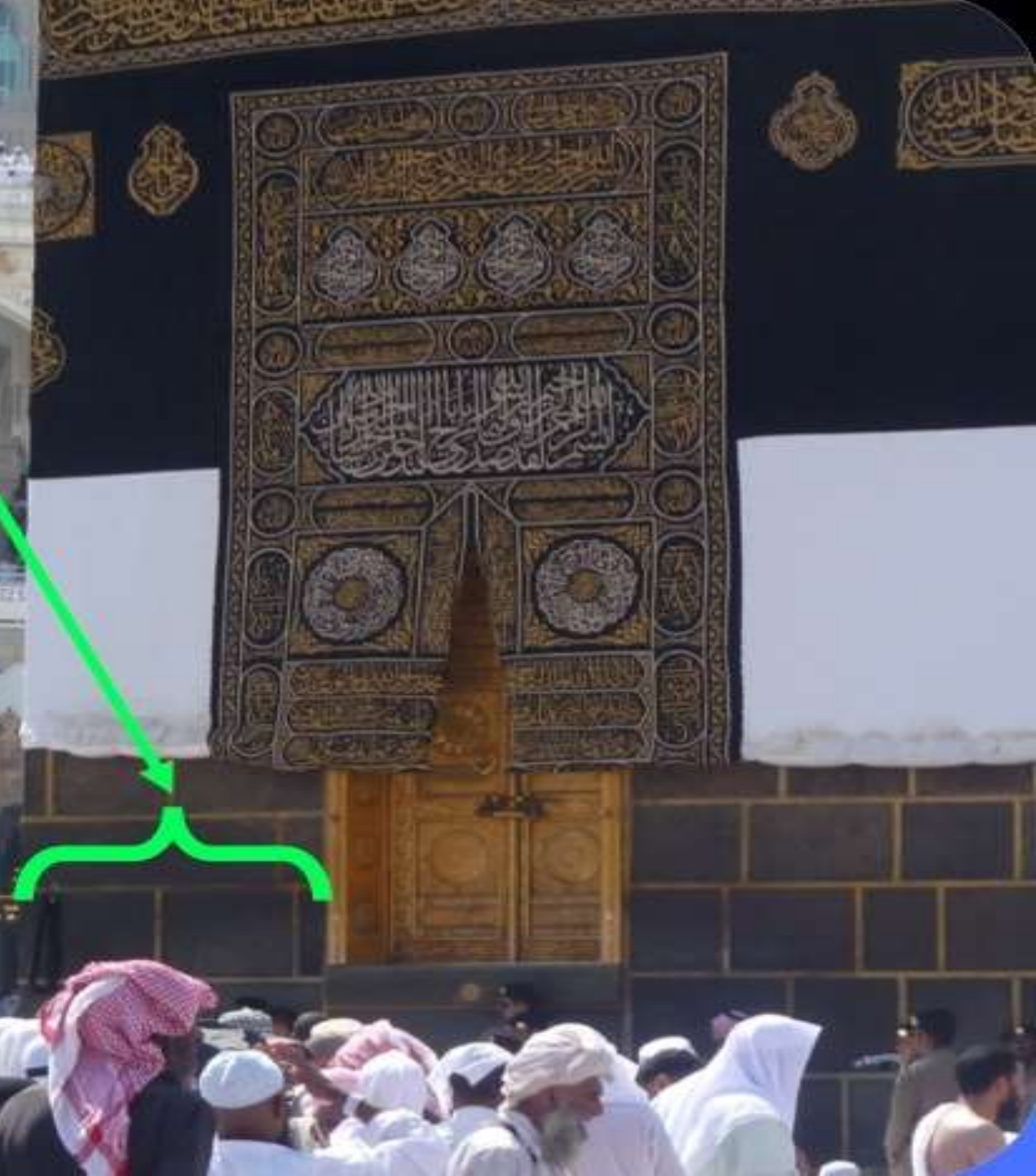
হাতিম
দ'আ
কবুলের
স্থান
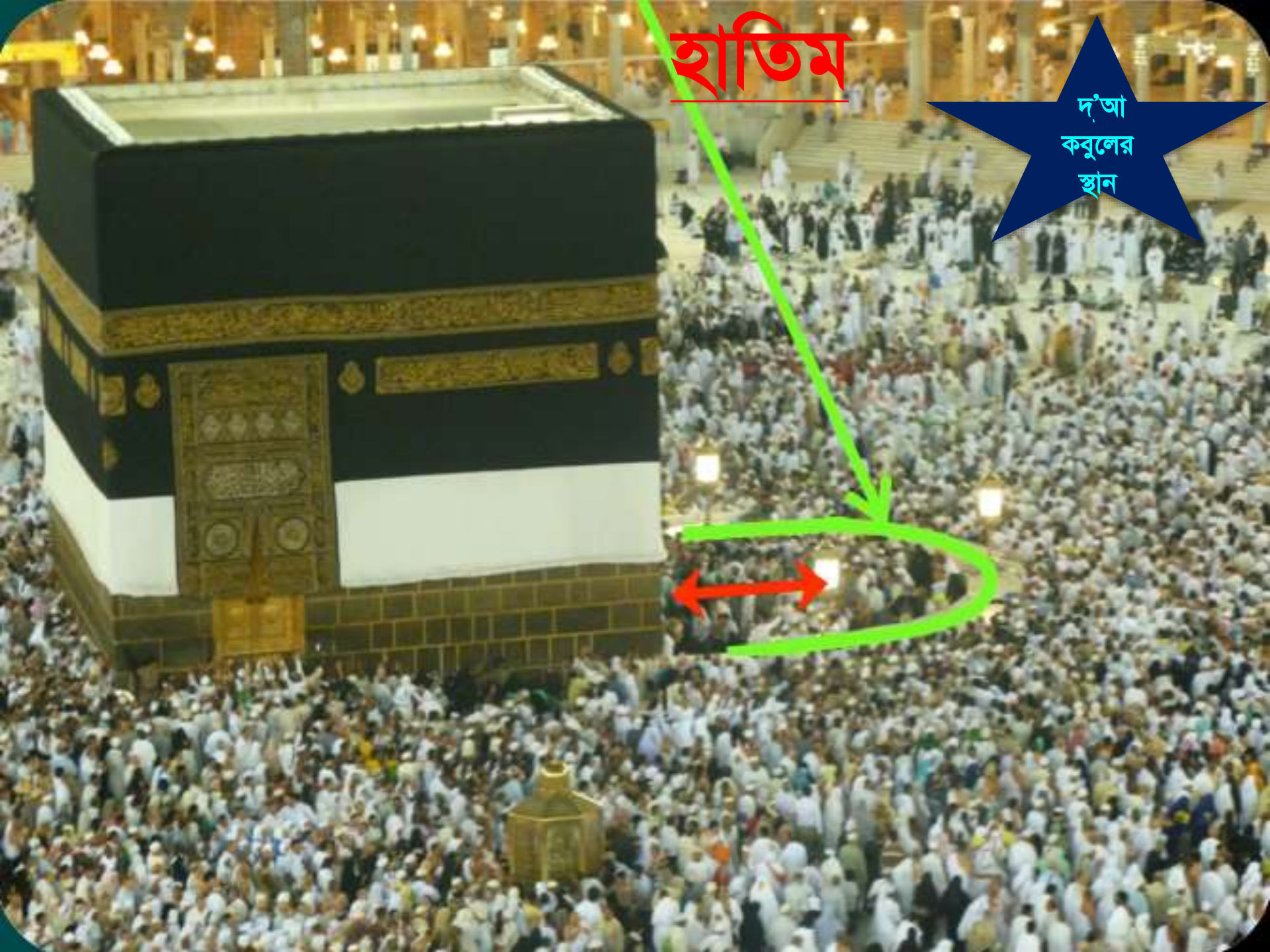
আপনি কি ক্বাবাকে চিনেছেন?
ইরাকী কর্ণার
মাকামে ইব্রাহীম
হিজর আল কাবা (হাতিম)
এই দিকে জমজমের পানি
শামী কর্ণার
সাফা এই দিকে
হজরে আসওয়াদ
ইয়ামেনী কর্ণার

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

মসজিদুল হারামে
ডান পা দিয়ে
দোয়া পড়ে
প্রবেশ করুন

মসজিদে প্রবেশের দু'আ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

[بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ] اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আ'উযুবিল্লাহিল 'আযীম ওয়া বি ওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলত্বনিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বনির রাজিম। (বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ) আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থ: আমি অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্তা এবং সার্বভৌম শক্তির নামে। (আমি আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। দরুদ ও সালাম রসূলুল্লাহ স. এর প্রতি)। হে আল্লাহ! আপনার রহমতের সব দরজা আমার জন্য খুলে দিন।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

যখনি ক্বাবা
চোখে পড়বে
তালবিয়া পাঠ
বন্ধ করুন।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

প্রথম ক্বাবা দেখে
মনভরে দোয়া
করুন
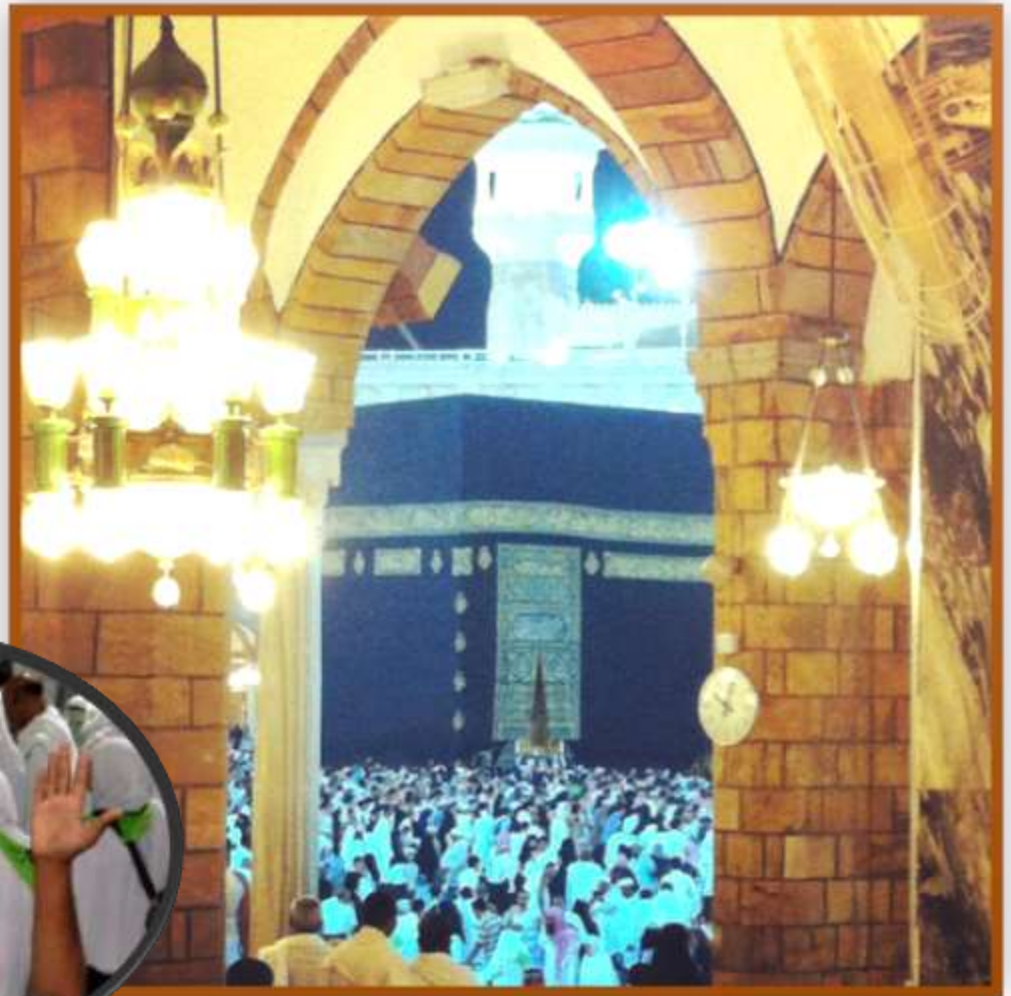
ক্বাবা দেখার পর দোয়া

আল্লাহর ঘর দেখার সময় খুব বিনয়ী থাকা উচিত। **উমর (রা.)** *যে দু'আ পাঠ করতেন, তা পাঠ করতে পারেনঃ*

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়্যানা রব্বানা বিস-সালাম'

(হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার থেকে শান্তির উৎস। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন)

এরপর তাওয়াফের জন্য ক্বাবা শরীফের দিকে অগ্রসর হবেন।

আমার পছন্দের দো'য়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।

তাওয়াফ

তাওয়াফ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ করা। ইসলামের পরিভাষায় ক্বাবার চতুর্দিকে পবিত্র অবস্থায় শরীয়ত নির্দেশিত নিয়মে প্রদক্ষিন করাকে তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফের ফরজঃ

- নিয়ত করা (মনে মনে তাওয়াফের ইচ্ছা পোষণ করা)
- ক্বাবার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা।

তাওয়াফের ওয়াজিবঃ

- ওযু সহকারে তাওয়াফ করা।
- সতর ঢেকে তাওয়াফ করা।
- ক্বাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ করা।
- ক্বাবার বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা।
- সক্ষম ব্যক্তির পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা।
- সাত চক্কর প্রদক্ষিন পূর্ণ করা।
- তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ পড়া।

তাওয়াফের সুন্নতঃ

- হজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা।
- বিরতি না দিয়ে সাত চক্কর পূর্ণ করা।
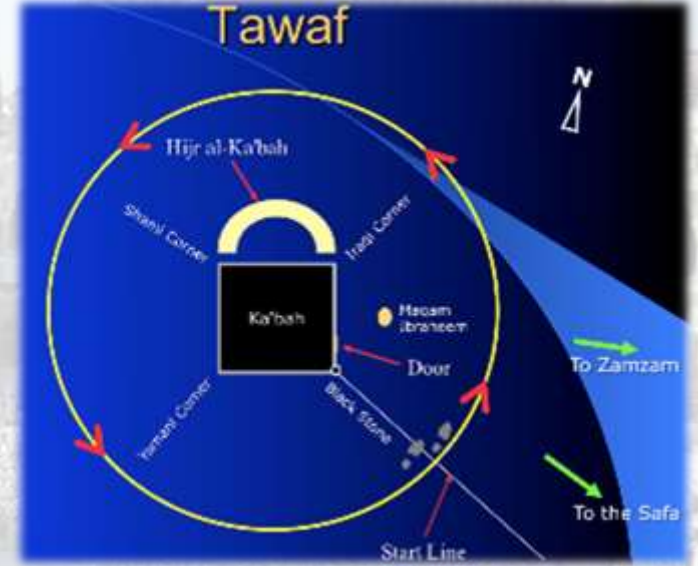
এরপর মাকামে ইবরাহীম আ.-এ পৌঁছে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করুন :

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসাল্লা)

তাওয়াফ

তওয়াফের শিক্ষা

- তওয়াফের মাধ্যমে হাজি তার সুমহান মালিকের আকর্ষণ বলয়ের কেন্দ্রে প্রবেশ করে। ফলে পৃথিবীর কোন অন্যায় তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া হাজির আর কোন মালিক থাকে না।
- তওয়াফের মাধ্যমে হাজি সকল চড়াই-উতড়াই অতিক্রম করে আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও আনুগত্য করার কলাকৌশল আয়ত্ব করে।
- তওয়াফ হাজির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রহমত, ক্ষমা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খা জোরদার করে।
- তওয়াফ হাজিকে আত্মমর্যাদাশীল ও ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য সচেতন করে তোলে।

তাওয়াফ

তাওয়াফের সময় লক্ষণীয়ঃ

১. আকর্ষনীয় বস্ত্র-সামগ্রী ও অন্যান্য বস্তু/ব্যক্তি/শিশু হতে দৃষ্টি সংযত রাখা। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সাত চক্কর সম্পন্ন করা।

২. দু'আ তাসবীহ ছাড়া কথা সম্পূর্ণ পরিহার করা

৩. তাওয়াফ আরম্ভের পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ করা

৪. তাওয়াফ এর জন্য কোন দু'আ নির্দিষ্ট নেই।
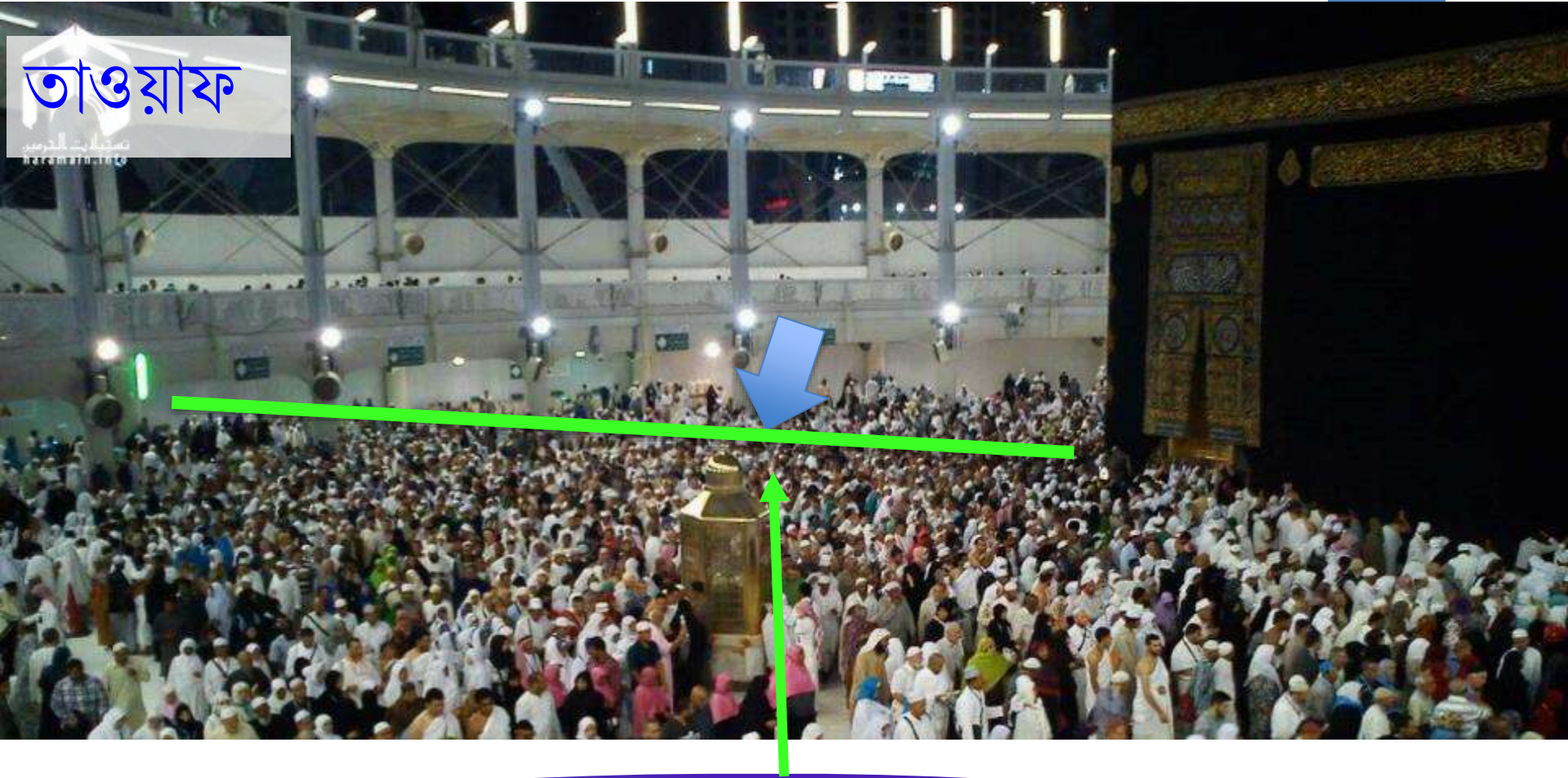
ভীরের কারনে হজরে আসওয়াদের নিকটে যেতে না পারলে

হাজরে আসওয়াদ ও ডান দিকের সবুজ বাতি বরাবর দাঁড়িয়ে চক্কর শুরু করুন।

হজরে আসওয়াদ
কর্নার হতে তাওয়াফ
আরম্ভ করবেন।

তাওয়াফ

উমরার এই তাওয়াফকে
তওয়াফে কুদুম বা আগমনি তাওয়াফ বলা হয় ।

এই আগমনি তাওয়াফে পুরুষদের জন্য দুইটি সুন্নাহ রয়েছে।

(এক) ইজতিবা

তাওয়াফ শুরুর আগে পুরুষরা

তাদের ইহরামের উপরি ভাগের কাপড়ের এক প্রান্ত ডান নীচ দিয়ে বাম কাধের উপরে নিবেন

ডান কাধ ও বাহু উন্মুক্ত

তাওয়াফ

(দুই) রমল

রমল হল বীরদর্পে হাঁটা

পুরুষগন তাওয়াফের **প্রথম তিন** চক্করে রমল সহ তাওয়াফ করবেন।

বাকি চার চক্কর স্বাভাবিক ভাবে তাওয়াফ করবেন।
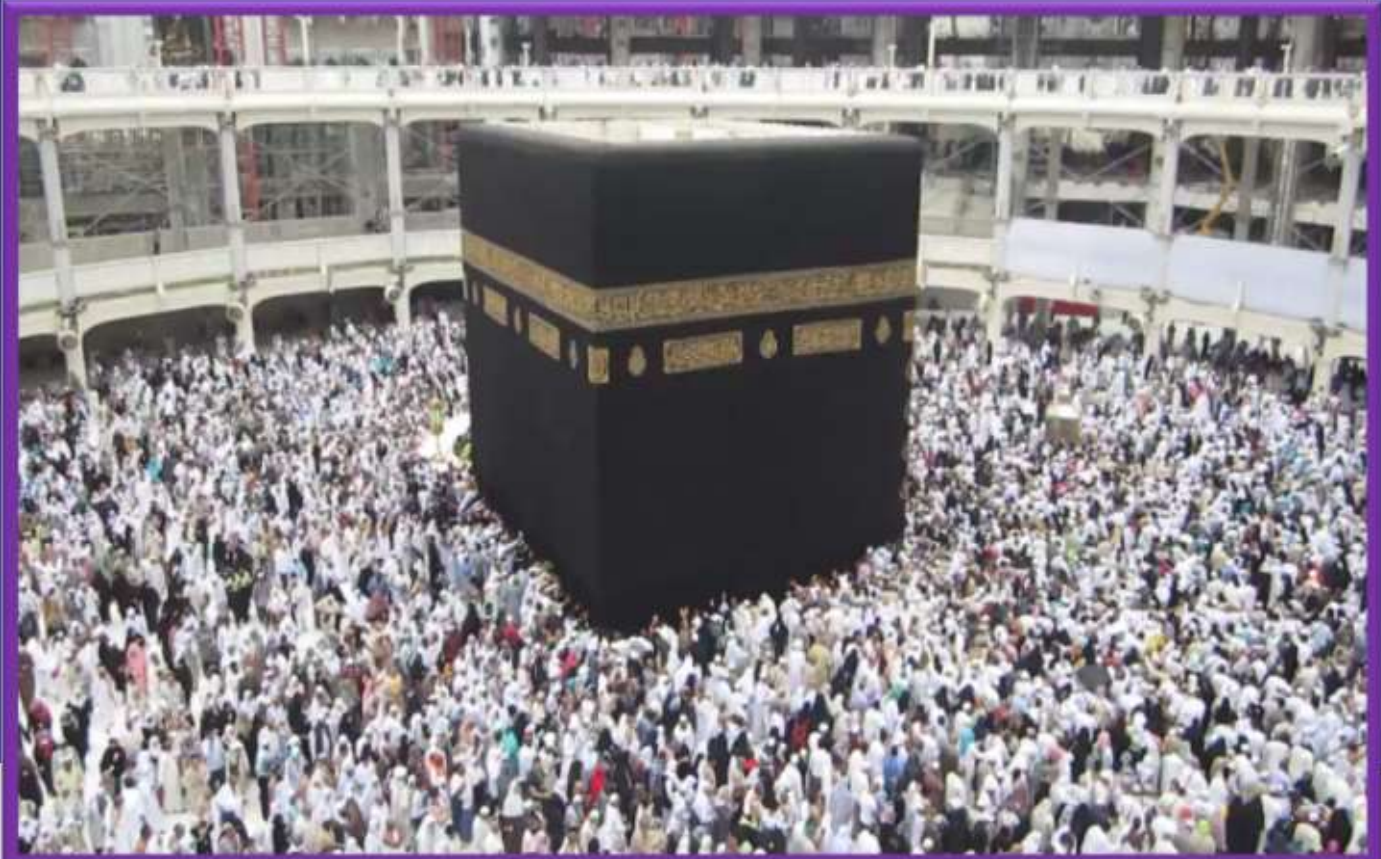
তাওয়াফ

হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে বা হাতে স্পর্শ করে হাতে চুমু খেয়ে, সম্ভব না হলে হজরে আসওয়াদের দিকে ডান হাত উঠিয়ে, ক্বাবামুখী হয়ে ইশারা করে

'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'

বলে ক্বাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করুন|

তাওয়াফ

প্রথম চক্কর শেষ হলে
হজরে আসওয়াদ বরাবর
এলে ডান হাত উঠিয়ে শুধুমাত্র
আল্লাহু আকবর বলুন ও
দ্বিতীয় চক্কর আরাম্ভ করুন।

একই নিয়মে সাত চক্কর দিয়ে
তাওয়াফ শেষ করুন।

তাওয়াফ

তাওওয়াফের সময় শুধু মাত্র

রুকুনে ইয়ামেনি হতে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত

‘রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া

হাসানাতাঁও,

ওয়া ফিল আখিরাতে

হাসানাতাঁও,

ওয়া কিনা আযাবান্নার’

এই দোয়াটা পড়তে থাকুন।

এ ছাড়া আর কোন নির্দিষ্ট দোয়া নাই

আপনার জানা সমস্ত দোয়া ও তাসবিহ সমুহ পড়তে থাকুন
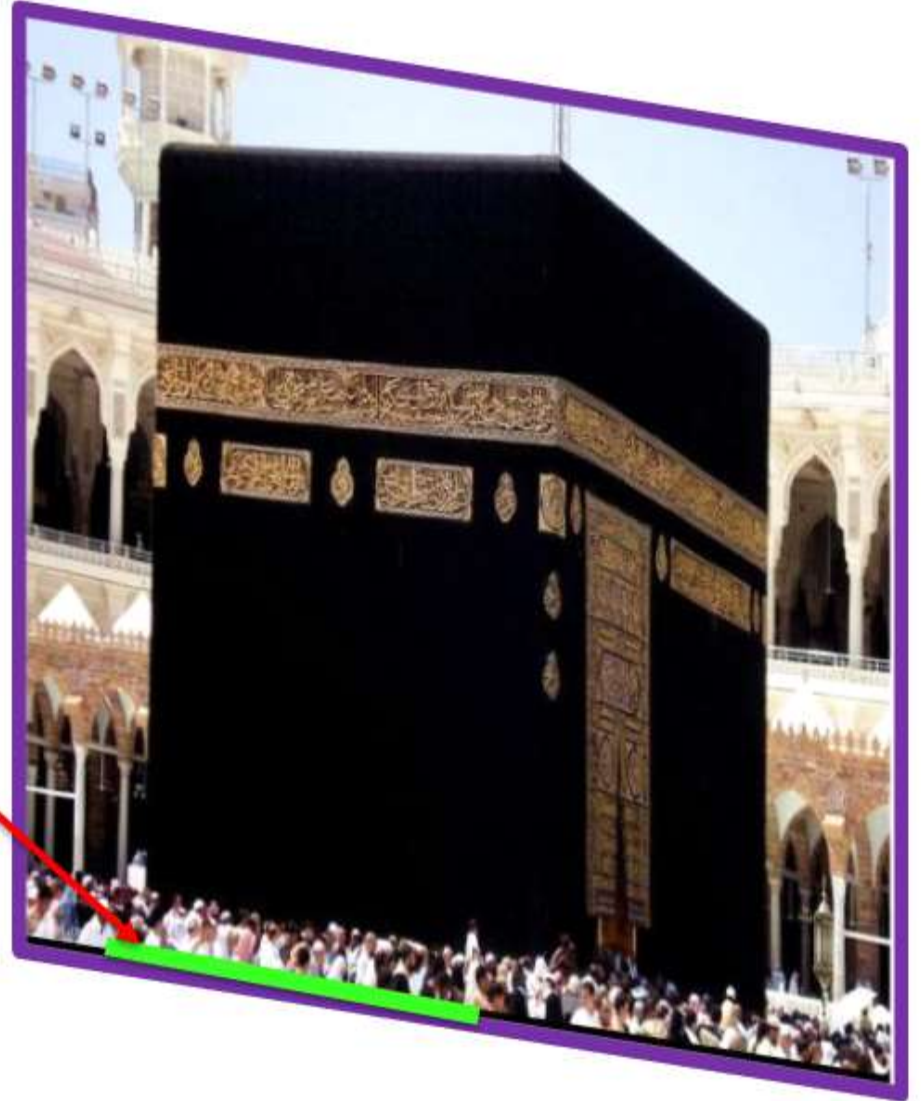
ফরয সলাতের সময় হলে তাওয়াফের চক্কর বন্ধ করে সালাত আদায় করবেন। সালাত শেষে বাকী চক্কর শেষ করবেন।

তাওয়াফ

যদি কারো অজু ছুটে যায় বা টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে চক্কর বন্ধ করে টয়লেট যাবেন
এবং অজু করে পুনরায় বাকী চক্কর শেষ করবেন৷

Tawaf

১) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, ওয়লিল্লাহিল হামদ

২-৭) আল্লাহু আকবর, ওয়লিল্লাহিল হামদ

2:125) তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিক্বাফ কারী ও রুকু - সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।
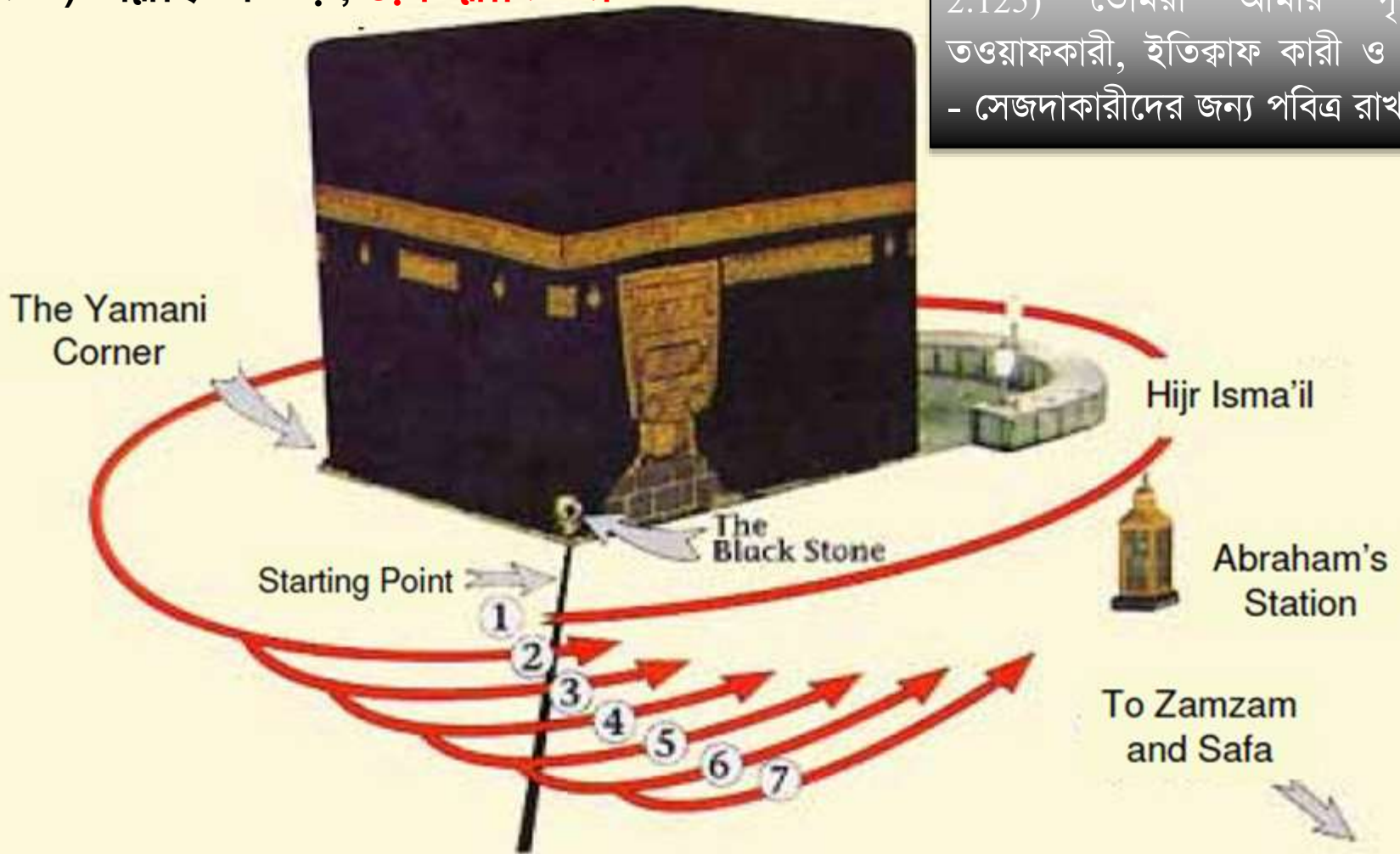
তাওয়াফ চলমান স্বলাত
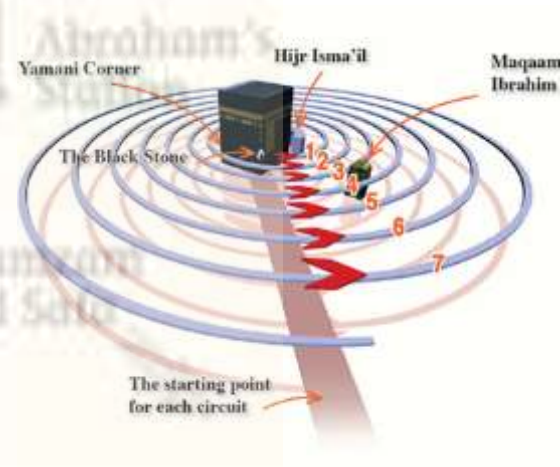
রুকুনে ইয়ামেনীকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন সম্ভব না হলে কোন ইঙ্গিত না করেই চলতে থাকবেন। রুকুনে ইয়ামেনী হতে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত নিম্নের দো'আটি পাঠ করুনঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার'

(হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন)। (সুরা বাক্বারাঃ ২০১)

হজরে আসওয়াদ পৌঁছা পর্যন্ত উপরোক্ত দো'আটি পড়তে থাকুন। হজরে আসওয়াদ বরাবর এলে এবার ডান হাত উঠিয়ে শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবর' বলুন এবং ২য় চক্কর আরম্ভ করুন।

সলাতুত তাওয়াফ

তাওয়াফ শেষ, এখন ডান কাঁধ ঢেকে দিন।

তাওয়াফ শেষ ২ রাকাত সালাতুত তাওয়াফ আদায়ের জন্য মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তার নিকটে পৌঁছে সূরা বাক্বারার ১২৫ নং আয়াতটি (অংশ বিশেষ) পড়বেন।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى -

'ওয়াত্তাখিযূ মিম্মাক্ব-মি ইব্রহীমা মুসাল্লা'

(তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের জায়গা বানাও)

ভীড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে, সম্ভব না হলে বায়তুল্লাহ শরীফের যে কোন জায়গায় ২ রাকাত সালাতুত তাওয়াফ পড়ুন।

১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন ও

২য় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নাত।

নফল তাওয়াফ করলেও সলাতুত তাওয়াফ পড়তে হবে।

জমজমের পানি পান

জমজমের পানি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করুন ও কিছু পরিমাণ মাথায় ছিটান। রসূল সাঃ বলেন, 'পৃথিবীর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে জমজমের পানি'। তিনি জমজমের পানি পান করতেন এবং বলতেন 'এটা বরকতময়, পরিতৃপ্তিকারী এবং রুগীর প্রতিষেধক'।

জমজম পানি পানের সুন্নাহঃ

১. বিসমিল্লাহ বলুন, ২. ক্বিবলামুখী হোন, ৩. দু'আ করুন, ৪. তিন নিশ্বাসে পান করুন, ৫. তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করুন, ৬. পানি পান শেষে আল'হামদুলিল্লাহ বলুন। ৭. জমজমের পানি দাঁড়িয়েও পান করা যায় তবে বাধ্যতামুলক নয়।

জমজম পানের দো'আ ঃ

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আ, ওয়ারিযক্বও ওয়াসি'আ, ওয়াশিফা-আম মিন কুল্লি দা'ঈ'

(হে আল্লাহ! আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন, পর্যাপ্ত রিযিক দান করুন, এবং সকল রোগের শেফা দান করুন)।

তাওয়াফের কিছু ভুল-ত্রুটি

১. তাওয়াফের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।

২. তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা বিশেষ দো‘আ পড়া, শুধু দুই রুকনের মাঝখানে ছাড়া অন্য কোথাও নবী থেকে বিশেষ কোনো দো‘আ বর্ণিত নেই।

৩. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে গিয়ে ভিড় বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেয়া। (হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নত। পক্ষান্তরে মানুষকে কষ্ট দেয়া হারাম।)

৪. কা‘বা ঘরের পর্দা বা মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করা এবং এর জন্য নির্দিষ্ট দো‘আ পড়া, রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার পর হাত চুম্বন করা অথবা সরাসরি রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা সুন্নাহর পরিপন্থি। সুতরাং রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ ছাড়া বাইতুল্লাহ্‌র আর কিছুই স্পর্শ করবেন না।

৫. তাওয়াফের দুই রাকা‘আত সালাত মাকামে ইবরাহীমের পেছনেই পড়তে হবে এমনটি ঠিক নয়।

৬. তাওয়াফের সময় কা‘বাকে বামে রাখতে হবে। সহীহ তাওয়াফের জন্য কা‘বাকে বাঁমে রাখার কোন বিকল্প নেই।

৭. ইহরাম বাঁধার পর থেকে হজের সমাপ্তি পর্যন্ত ইযতিবা করা সঠিক নয়। অনেকে আবার সালাত আদায়ের সময়ও ইজতিবা অবস্থায় থাকেন, তাও সঠিক নয়।

সালাত আদায়ের সময় কাঁধ ঢেকে রাখাই নিয়ম।

তাওয়াফ এর তাকবির

একই নিয়মে ৭ চক্কর পূর্ণ করুন। ৭ চক্কর শেষ, তাওয়াফ শেষ। এখন **আল্লাহু আকবর, ওয়লিল্লাহিল হামদ** বলে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ/চুমু দিয়ে *ইজতিবা খুলুন বা ডান কাঁধ ঢেকে দিন।* তাওয়াফের স্বলাত শেষে আর একবার **আল্লাহু আকবর, ওয়লিল্লাহিল হামদ** বলে জমজমের পানি পান করতে চলে জান।

১) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, ওয়লিল্লাহিল হামদ – ১ বার
২–৭) আল্লাহু আকবর, ওয়লিল্লাহিল হামদ – ৮ বার

Safa
Marwa
© 2014 Google
Image © 2014 DigitalGlobe
Google earth
Tour Guide
2004
Imagery Date: 10/26/2013 21°25'27.41" N 39°49'37.62" E elev 1128 ft eye alt 1985 ft

সাফা-মারওয়া সাঈ

তাওয়াফ শেষে সালাতুত তাওয়াফের পর বা জমজমের পানি পান করার পর সাফা মারওয়া সাঈ করতে হবে।

সাঈ'র ওয়াজিবঃ

- নিয়ত করা (মনে মনে সাঈ করার ইচ্ছা পোষণ করা)।
- সাফা হতে আরম্ভ করা এবং মারওয়াতে শেষ করা। রসূল সাঃ বলেন,

(أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)

- 'আবদাউ বিমা বাদাল্লাহু বিহি'
- (আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তাদিয়ে শুরু করব)।
- সাতবার চক্কর পূর্ণ করতে হবে।
- সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা
- পায়ে হেঁটে সাঈ করা (সক্ষম ব্যক্তির জন্য)।
- উমরাহ পালনে ইহরাম অবস্থায় সাঈ করা।

সাঈ শুরুর নিয়মঃ

তারপর সাফা দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ করলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমিও তা দিয়ে শুরু করছি'।

অতপর তিনি সাফা দিয়ে শুরু করলেন এবং কাবাঘর দেখা যায় এমন উঁচুতে উঠে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা দিয়ে বললেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه.

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনযাঝা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহ্)।

'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।'

এরূপ তিনবার পাঠ করলেন।
এবং
এর মাঝে তিনি দু'আ করলেন

সাফা-মারওয়া সাঈ

সাঈ’র সুন্নাতঃ

- ✧ হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম (চুমু দিয়ে) করে সাঈ-এর উদ্দেশ্যে বের হওয়া।
- ✧ তওয়াফের পরপরই সাঈ করা।
- ✧ সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা।
- ✧ সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কাবামুখী হওয়া।
- ✧ সাঈ-এর চক্করসমূহ পর পর সমাপন করা।
- ✧ সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের জন্য দ্রুত চলা।

❖ সাফাতে উঠে ক্বাবামূখী হয়ে দ’আ করুন

সাফা-মারওয়া সাঈ আরম্ভ

সাফা পাহাড়ের কাছে এসে এবং কুরআন মজিদের সূরা বাকারার ১৫৮ নম্বর আয়াতের অংশটুকু পাঠ করুন। (সূরা বাকারা ২ঃ ১৫৮)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

সাফা পাহাড়ের উপর উঠুন যেন ক্বাবাশরীফ নজরে আসে। ক্বাবামূখী হয়ে আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীদের দু'আ পড়ন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারী-কালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল 'হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর'

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ – أَنْجَزَ وَعْدَهُ – وَنَصَرَ عَبْدَهُ – وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, আনাজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা 'আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহু'

দু'আগুলো তিনবার পাঠ করবেন। এটা দু'আ কবুলের অন্যতম স্থান।

অতঃপর সাফা থেকে নেমে মারওয়ার দিকে গমন করবেন।

সাফা-মারওয়া সাঈ

সাফা থেকে মারওয়ার দিকে কিছুদুর যেতেই সবুজ বাতি বরাবার পৌঁছে দ্রুতগতিতে চলতে থাকবেন (শুধু পুরুষরা) পরবর্তী সবুজ বাতি পযন্ত ।

২ সবুজ বাতির মাঝে নিম্নের দ'আ পড়বেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ .

'রাব্বিগফির ওয়ার'হাম ওয়াআনতাল আ'আজ্জুল আকরাম' ।

(হে আমার প্রতিপালক! আমায় ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি আপনার করুনা বর্ষণ করুন । নিশ্চয়ই আপনি মহান সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু) ।

সাঈ/তাওয়াফের সময় যদি ফরজ জামাতের ইকামত আরম্ভ হয় তবে সাঈ/তাওয়াফ বন্ধ রেখে জামাতে নামাজ পড়ুন । তারপর সাঈ/তাওয়াফের অবশিষ্ট অংশটুকু শেষ করুন ।

ওযু সহকারে সাঈ করা উত্তম । (বিদ্রঃ সাফা হতে মারওয়া পাহাড়ের দূরত প্রায় ৪০০ মিটার) ।

তিনি মারওয়াতেও সাফার মত তিনবার

দোয়া করলেন।

সাফা-মারওয়া সাঈ

➢ প্রতিবার সাফাতে পৌঁছে ক্বাবামূখী হয়ে দ'আ করবেন

সাফা-মারওয়া সাঈ’র শুরু এবং শেষের অবস্থান

সাঈ-এর শিক্ষা
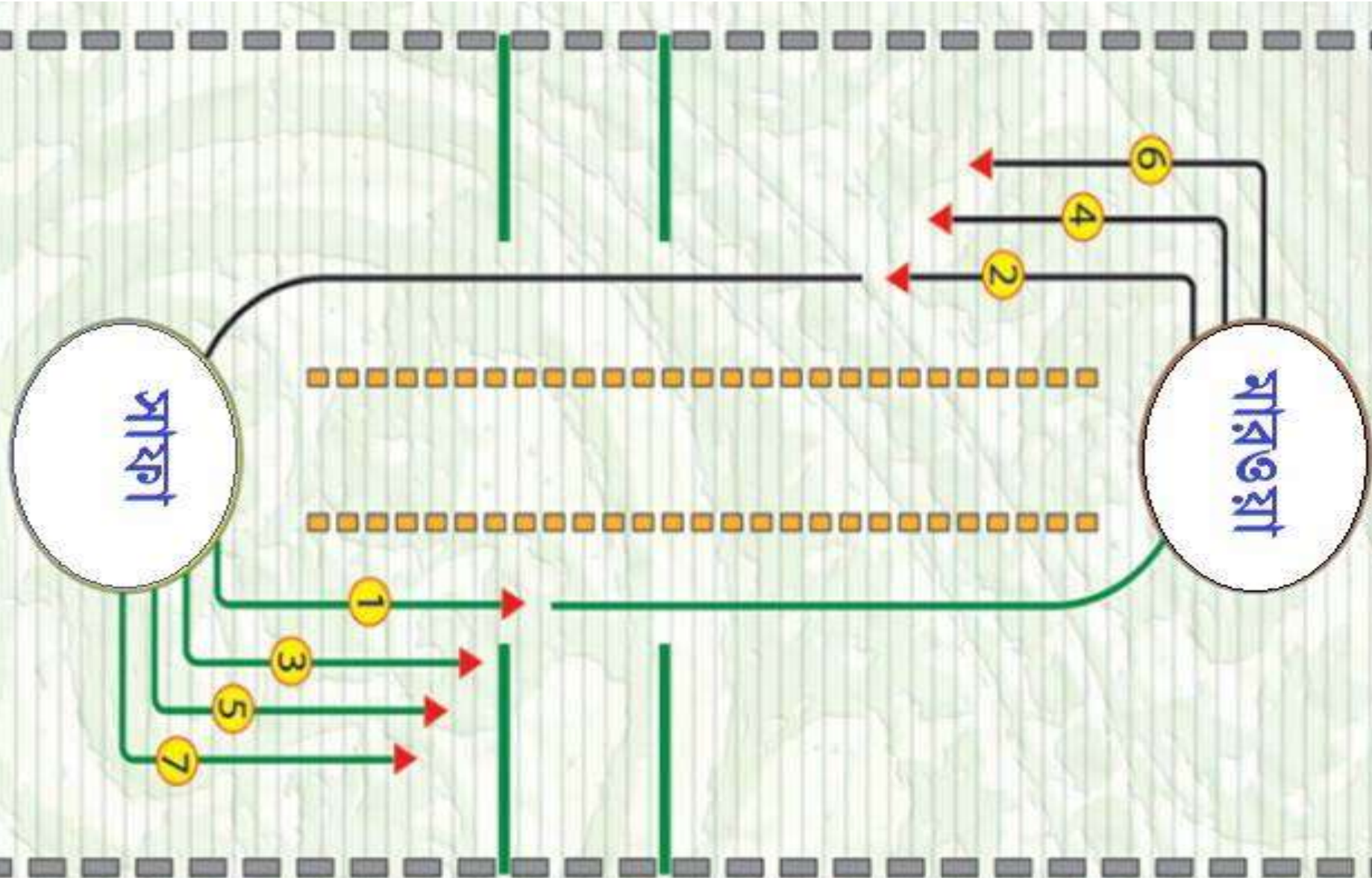
- সাঈ হাজিকে পরিশ্রমী, কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে।
- সাঈর মাধ্যমে হাজি সন্তানের প্রতি মায়া ও তাকে লালন পালনের দায়িত্ববোধে পাগল পারা এক মায়ের কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করে।
- সাঈ হাজির মনে মানুষের অসহায়ত্বের ব্যাপারে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে এবং তা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করে।
- সাঈ হাজির মধ্যে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে।

হাজ্জ ও উমরাকারিরা সাঈতে যেসব ভুল করেন

- কিছু লোক মনে করে, সাঈ সাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়া থেকে ফিরে সাফাতে এসেই এক চক্কর পুরো হয়। এটি সুস্পষ্ট ভুল।
- সাফা পাহাড়ে উঠে দুই হাত তোলা এবং সালাতের তাকবীরের মতো কা'বার দিকে দুই হাত তুলে ইশারা করা।
- সাফা ও মারওয়ায় প্রত্যেকবার উঠা-নামার সময় إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ এ আয়াত তিলাওয়াত করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ এ আয়াতটি শুধু প্রথমবার সাফায় ওঠার সময়ই পড়েছেন।
- সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দো'আ নির্ধারণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ধরনের কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।
- সাঈতে ইযতিবার বিধান নেই।
- সাঈ পূর্ণ করতে সাফা-মারওয়ার চূড়ায় ওঠাকে শর্ত মনে করা। অথচ এটি শর্ত নয়। সাফা-মারওয়া উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী দুর্বলদের হুইল চেয়ার ঘোরানোর যে স্থান রয়েছে, সেখানে বিচরণ করাই যথেষ্ট।
- সাঈর জন্য পবিত্রতা ও উযু শর্ত নয়, তবে তা উত্তম।
- ক্লান্তি অবসানের জন্য বিশ্রাম, পানি পান, মল-মূত্র ত্যাগ কিংবা সালাত বা জানাজার সালাতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি প্রয়োজনে বিরতি দেয়াতে যাবে।
- তাওয়াফের সাথেসাথেই সাঈ জরুরী নয়। তবে বিলম্ব না করাই উত্তম।
- নফল তাওয়াফের মতো নফল সাঈ করা বৈধ নয়।

সাঈ শেষঃ মারওয়া হতে বাহির হওয়ার রাস্তা

মসজিদুল হারাম হতে বাহিরকালে দ'আ পড়া

মসজিদুল হারাম হতে বাহির হওয়ার সময়ে যে কোন দরজা ব্যবহার করে প্রথমে বাম পা দিয়ে বাহির হবেন এবং দ'আ পড়বেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔ (ترمذی، مسلم)

'বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সলাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রসূলিল্লাহি,
আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক'

(আল্লাহর নামে [বের হচ্ছি] এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম আল্লাহর রসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অনুগ্রহ কামনা করছি)

(মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। কুরআনুল কারীমে মুণ্ডন করার কথা আগে এসেছে, ছোট করার কথা এসেছে পরে।আল্লাহ তা‘আলা বলেন, সুরা আল ফাতহঃ২৭

(مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح: ٢٧]

‘তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করবে এবং কেউ কেউ চুল ছোট করবে।’

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা হালাল হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারিদের ক্ষমা করুন।’ তাঁরা বললেন, চুল ছোটকারিদেরকেও, তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারিদের ক্ষমা করুন।’ তিনবার তিনি তা বললেন। তারা বললেন, ছোটকারিদেরও। তখন তিনি বললেন, ‘চুল ছোটকারিদেরকেও (ক্ষমা করুন) বুখারী:১৭২৮

উমরার সর্বশেষ কাজ

মাথা মুণ্ডানোর শিক্ষা

- মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হাজি ইহরামের আওতামুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।
- চুলকে কেন্দ্র করে হাজির পছন্দ-অপছন্দ বা রুচি-অভিরুচি ধ্বংস হয়।
- মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হাজি মহান আল্লাহকে খুশী করার জন্য প্রয়োজনে তার মাথা-মগজ নিবেদন করার প্রমাণ দেয়।

চুল ছোট বা মাথা মুণ্ডন করতে গিয়ে যেসব ভুল হয়

- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা পরিব্যাপ্ত না করা। কেউ কেউ একাধিক উমরা আদায়ের লক্ষ্যে এরূপ করে থাকে যা সুন্নত পরিপন্থী ও ভুল।
- সাঈর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে চুল ছোট করা বা মাথা মুণ্ডন করা। অথচ নিয়ম হল, ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় চুল ছোট করা বা মাথা মুণ্ডন করা।
- অনেক হাজী সাহেব মনে করেন, তারা একে অন্যের চুল ছোট বা মুণ্ডন করতে পারবেন না। এটি ভুল ধারণা। হাজী সাহেব নিজের ইহরাম (* *না ছাড়লেও)* ছাড়ার পর অন্যের মাথার চুল ছোট বা কামিয়ে দিতে পারবেন।

* আগে নিজের ইহরাম ছেড়ে অন্যের চুল কাটাতে সাহায্য করা উত্তম।

মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা

সাঈ শেষ করে মাথা মুন্ডানো (হলক) অথবা চুল ছাঁটতে (কছর) হবে। এটা মাথার ডান দিক হতে আরম্ভ করতে হবে।

মেয়েরা মাথা মুন্ডাবেন না, চুলের অগ্রভাগ থেকে অর্ধাঙ্গুলী পরিমাপ চুল কাটবেন।

চূল ছাঁটা/কাটা কিংবা মাথা মুন্ডানোর পর আপনি ইহরাম হতে হালাল হবেন।

আপনার উমরাহ'র কাযাবলী সম্পন্ন হলো।

ইন শা- আল্লাহ ৮ জিলহজ্জ আবার হজ্জের জন্য ইহরাম করবেন।
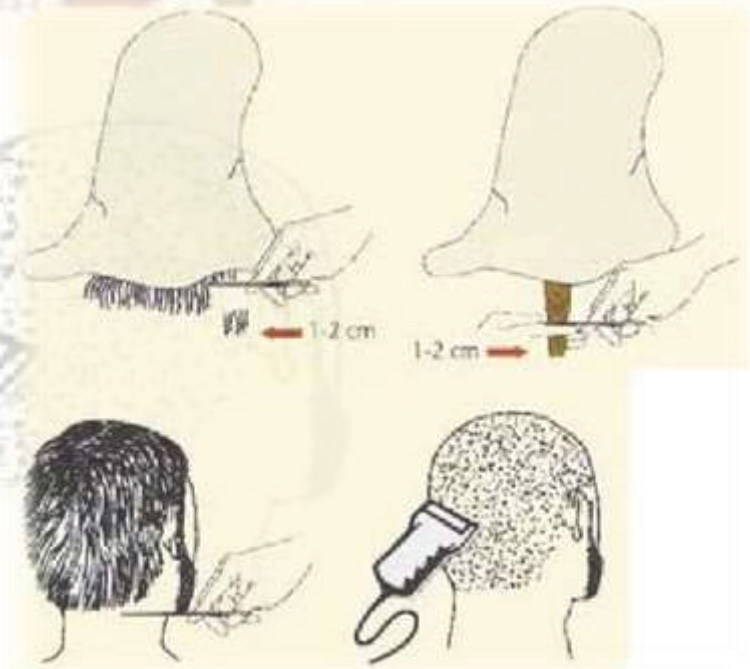
উমরাহ পালন পদ্ধতি (শুরু হতে শেষ)

১) ইহরাম করার ২/১ দিন পূর্বে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

২) ইহরামের সময় ওজু/গোসল করে পুরুষদের সেলাই বিহীন ২টি কাপড় পরিধান করা, ২ রাকাত নামাজ পড়ে মীক্বাত হতে উমরাহ'র জন্য নিয়ত করা, তালবিয়া পড়া, দরুদ পড়া, দ'আ করা।

৩) সফরের জন্য বের হওয়ার পূর্বে এবং সফররত অবস্থায় রসূল (স.) প্রদর্শিত সফরের সবগুলো দ'আ করা।

৪) তালবিয়া, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জিকির, তাকওয়া, ধৈর্য ও পর্দার সাথে পবিত্র মক্কায় পৌঁছা।

৫) মক্কার হোটেল হতে অজু করে ও পবিত্র হয়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মসজিদুল হারামে পৌঁছা।

৬) দ'আ পড়ে, ডান পা দিয়ে হারামে প্রবেশ করে, তালবিয়া বন্ধ করে তাওয়াফের জন্য হজরে আসওয়াদ পৌঁছা।

৭) তাওয়াফের নিয়ত করে (পুরুষরা ইজতিবা সহ), হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে অথবা হাত উঠিয়ে ইশারা করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে তাওয়াফ আরম্ভ করা। প্রথম ৩ চক্কর বীরদর্পে প্রদক্ষিন করা (পুরুষদের জন্য)

৮) রুকুনে ইয়ামেনী বরাবর হলে সূরা বাকারার ২০১ নম্বর আয়াতটি পড়তে থাকা, হজরে আসওয়াদ পৌঁছা পযন্ত।

৯) হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে/ইশারা করে 'আল্লাহু আকবর' বলে ২য় চক্কর আরম্ভ করে এভাবে ৭চক্কর পূর্ণ করা

১০) তাওয়াফ শেষ। ডান কাঁধ ঢেকে দিয়ে, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে ২ রাকাত সলাতুত তাওয়াফ আদায় করা।

১১) জমজমের পানি পান করা (নিয়ম এবং দ'আর সাথে) এবং কিছুটা মাথায় ছিটানো।

১২) সাফা-মারওয়া সাঈ করা। সাফা হতে আরম্ভ করে ও ২ সবুজবাতিতে দ্রুত হাটা। সাফাতে প্রতিবার দ'আ করা

১৩) হলক (মাথা মুন্ডানো) অথবা কছর (চুল ছাটা)। মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র অর্ধাঙ্গুলী পরিমান চুল কাটা।

১৪) উমরাহ'র কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে। গোসল করে স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করুন।

উমরাহ সম্পন্ন পযন্ত সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি এবং অজ্ঞতা! ১

- অলসতার কারণে বা কাজের চাপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা/ভ্যাকসিন না দিয়ে এমনিতে স্বাস্থ্য কার্ড বানিয়ে নেয়া।
- ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করা
- অজু/গোসল এবং ২ রাকাত সালাতকে ইহরামের ওয়াজিব (আবশ্যক) মনে করা।
- ময়লা হওয়া সত্ত্বেও ভুল ধারণাবশত ইহরামের কাপড় পরিবর্তন না করা।
- নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে শুধু ২ টুকরা ইহরামের কাপড় পড়াতেই ইহরাম হয়ে যাওয়া মনে করা।
- পুরুষদের ইহরাম অবস্থায় আন্ডার গার্মেন্টস ব্যবহার করা।
- ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত সাবান, টিস্যু, ওয়েট টিস্যু (বিমানে) দাঁতের মাজন বা তৈল ব্যবহার করা।
- ইহরাম অবস্থায় গোসল করা ঠিক নয় মনে করে অপবিত্র হয়েও গোসল না করা।
- তওয়াফ শুরুর অনেক আগে থেকে ইজতিবা করা এবং তাওয়াফ শেষ হওয়ার পরেও ইজতিবা অব্যাহত রাখা অথবা এমনিতেই ইজতিবার মত করে কাপড় পরিধান করা।
- তাওয়াফ ও সাঈতে উচ্চস্বরে নিয়ত বলা এবং তাওয়াফ ও সাঈতে দল ধরে উচ্চস্বরে দো'আ করা।

উমরাহ সম্পন্ন পযন্ত সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি এবং অজ্ঞতা! ২

- ভিড় সত্ত্বেও হজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা জরুরী মনে করা।
- রুকনে ইয়ামেনিতে চুমু খাওয়া বা ইশারা করা।
- ক্বাবার দেওয়ালে বরকতের আশায় কাপড়/টুপি ঘষা।
- সাঈ'র সময়ে সাফা মারওয়া পাহাড়ের চুড়ায় উঠার চেষ্টা করা।
- সাফা মারওয়ায় সলাতের মত ২ হাত উত্তোলন করা। (সুন্নাত হচ্ছে দু'আর জন্য দুই হাত তোলা)
- সাঈর সময়ে সাফা মারওয়া পুরো রাস্তা দৌঁড়াতে থাকা। (সুন্নাত হচ্ছে ২ সবুজ বাতির মাঝে দ্রুতবেগে হাটা)
- সাফা মারওয়া প্রতি চক্করে পবিত্র কুরআনের আয়াত (সূরা বাকারাঃ ১৫৮) পাঠ করা। (সুন্নাত হচ্ছে শুধুমাত্র প্রথমবার সাফাতে উঠে আয়াতটি পাঠ করা।
- সাফা হতে মারওয়া পৌঁছে পূনরায় সাফায় আসাকে একটা চক্কর মনে করা।
- সাফা মারওয়া সাঈতে বিশেষ কোন কোন দু'আ পড়া।
- মাথা মুন্ডানোর আগেই ইহরাম খুলে ফেলা।
- মাথা মুন্ডানোর সময় মাথার কোন নির্দিষ্ট অংশ হতে অল্প চুল কাটা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা

আপনার হজ্জকে

একটি মাবরুর হজ্জ হিসেবে

কবুল করুন

আপনার সকল গুনাহ ক্ষমা

করে দিন

এবং

আপনার এই প্রচেষ্টাকে

কবুল করুন। (আমীন)

Hajj

May Allah Subhanahu
wa Ta'ala accept
your Hajj
And Forgive you,
your sins
Ameen!

Mabrur

উমরা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

উমরা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

- উমরার কোনো রুকন ছুটে গেলে উমরা আদায় হবে না। তবে সেই রুকনটি আদায় করলে উমরা হয়ে যাবে।
- উমরার কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে তা আবার করে নিলে উমরা হয়ে যাবে, তা সম্ভব না হলে দম দিয়ে তা শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- উমরা অবস্থায় কেউ যৌন সঙ্গম করলে,ঃ
  - যদি এ কাজটি বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফের পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে।
  - আর যদি তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার সাঈ এর পূর্বে হয়, তাহলেও অধিকাংশ আলেমদের নিকট তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে তাকে সর্বাবস্থায় এ নষ্ট উমরাটির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তারপর সেটার কাযা করতে হবে এবং হাদী যবেহ করতে হবে।
  - আর যদি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করার পর মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডানোর পূর্বে মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার উমরা আদায় হয়ে গেলেও তাকে একটি ছাগল ফিদয়া হিসেবে যবেহ করতে হবে। (ইবন আব্বাস রা. থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।)

হজের সফরে একাধিক উমরা :

হজের সফরে অনেক হাজী সাহেবকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে উমরা আদায়ের পর বারবার উমরা করতে দেখা যায়। অথচ এর সপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। তাই নিয়ম হল, এক সফরে একাধিক উমরা না করা। একাধিক উমরা থেকে বরং বেশি বেশি তাওয়াফ করাই উত্তম। কারণ,

- রাসূলুল্লাহ □ এক সফরে একাধিক উমরা করেননি।
- রাসূলুল্লাহ □ এর সাহাবায়ে কিরামও এক সফরে একাধিক উমরা আদায় করেননি।
- রাসূলুল্লাহ □ তামাত্তু হাজ্জকারীদেরকে উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থাকতে বলেছেন।
- তাছাড়া এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ □ জীবনে মোট চার বার উমরা করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ □ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার ভেতর থেকে হারামের সীমানার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।
- অবশ্য হজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বছরে একাধিকবার উমরা করার প্রমাণ রয়েছে। মক্কায় ইবন যুবায়ের রা. এর শাসনামলে ইবন উমর বছরে দুটি করে উমরা করেছেন। আয়েশা রা. বছরে তিনটি পর্যন্ত উমরাও করেছেন। তাছাড়া তাঁর থেকে মাসে দুটি উমরাও বর্ণিত আছে। এক হাদীসে এসেছে, ‘তোমরা বার বার হাজ্জ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দুটি দারিদ্র্য ও গুনাহ মোচন করে।’ সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে দেখা যেত, এক উমরা আদায়ের পর তাদের মাথার চুল কাল হয়ে যাওয়ার পর আবার উমরা করতেন, তার আগে করতেন না। তাই যদি কেউ উমরা করতেই চায় তাহলে হজের পরে করা যেতে পারে, যেমনটি করেছিলেন আয়েশা রা.। কিন্তু রাসূল তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন–এমন কোনো প্রমাণ নেই।

আপনার উমরাহ পালন সম্পন্ন হলো

আল’হামদুলিল্লাহ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়া-বি’হামদিকা, আশহাদু আললা-ইলাহা আনতা, আস্তাগফিরুকা, ওয়া-আতুবু ইলাইক।

(আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া ইবাদতের কোন ইলাহ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি)।

ইন শা- আল্লাহ ৮ জিলহজ্জ আবার হজ্জের জন্য ইহরাম করবেন
২য় পর্ব সমাপ্ত
পরবর্তী পর্ব
“হজ্জ এর দিনগুলো”

Contact for Free Training

Here are a few course details that we deliver for Spiritual improvement.

- **HAJJ/UMRAH training for Haji to achieve Spiritual Development**.
- Training for the Moallem to guide HAJI at Hajj period perfectly.
- Responsibility After Hajj. (How to guide your family and society)

Course Schedule:

Duration : Three hours.

Date : 5th to 25th day of Month (Friday, Saturday or Gov. Holiday only)

Venue : Your favorable/designated Area.

Cost : JazahKhair from ALLAH Subhanau Ta'ala.

Contact : Mohammad Farhad Hossen, (MBA_{DU}, $PMP_{PMI-USA}$)
Cell# 01 838 444 444, 01 864 864 864(Res.)

ফি সাবিলিল্লাহ

শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে,
প্রেজেন্টেশনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরন করতে পারবেন।

অনিচ্ছাকত কোন ভুল সম্পূর্ণ আমার অযোগ্যতা,
অক্ষমতা এবং অদক্ষতা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।

মুসলিম ভাই-বোনেরা এই প্রচেষ্টা হতে উপকৃত
হলে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং
কুরআন ক্লাশ ৭৩ এর সবার জন্য দ'আ করবেন।

হে আল্লাহ! যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন,
ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং পরিপূর্ণ মুসলিম
হওয়ার পর ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। (আমীন)